বর্ষ ১৯, ডিসেম্বর, ২০২৩ সংখ্যা, মূল্য ₹ ৭৫

ভূগোল স্বদেশ চর্চা

প্রথম সর্বভারতীয় বাংলা ভূগোল পত্রিকা

২০২৩ : ভূগোল ভাউট্রিন
লাড প্রাইজ পেলেন
কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের
জামিয়া পেক

চন্দ্রায়ণ ৩

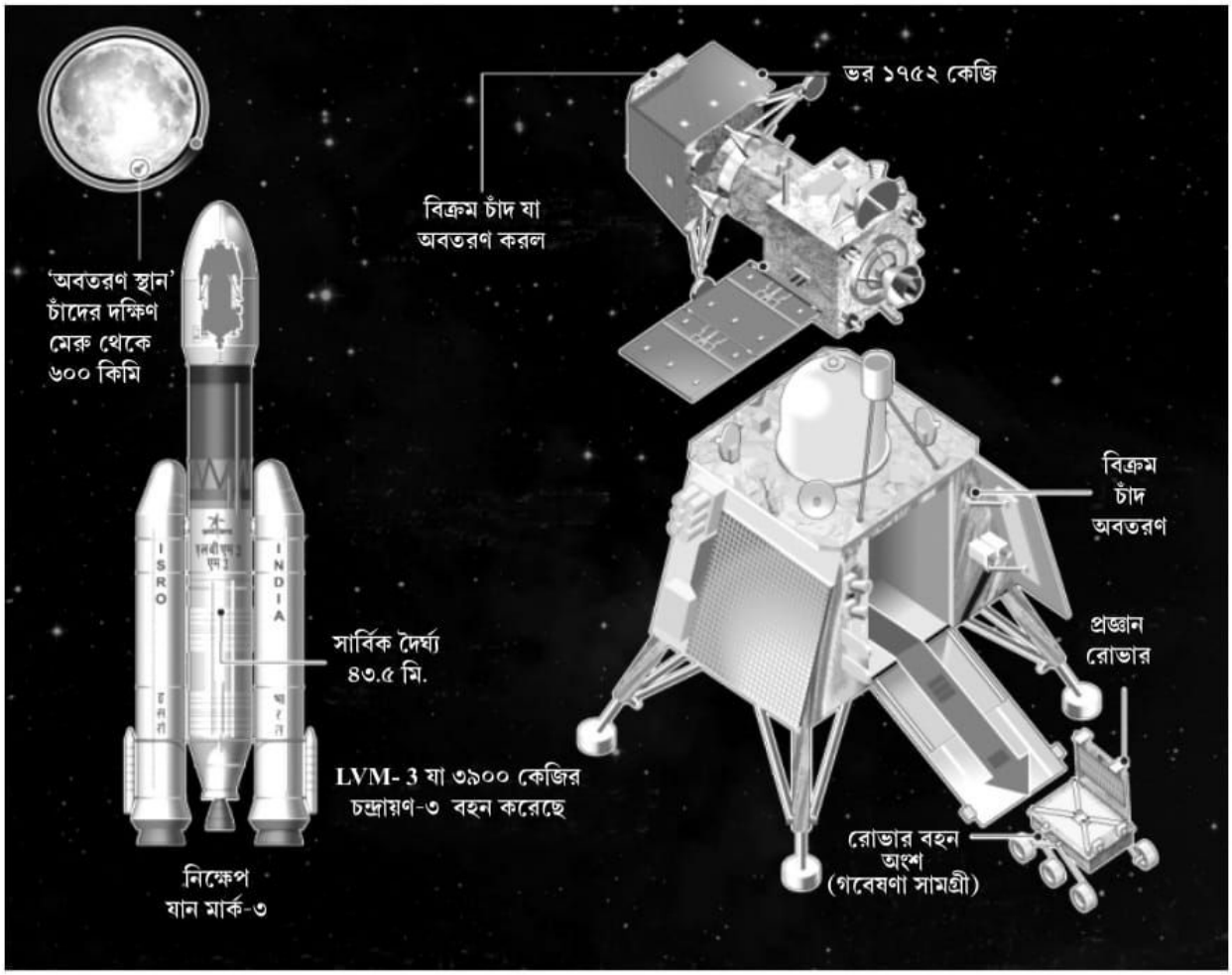

আমাদের ভারত এখন চন্দ্র বিজয়ী

২৩শে আগস্ট, ২০২৩
৬.০৪ মিনিট সন্ধ্যা (ভারতীয় সময়)

ISSN 2581-4788
9 772581 478004 11

UGC Approved CARE Listed Journal

ISSN 2581-4788

একটি অলাভজনক শিক্ষামূলক উদ্যোগ

প্রথম সর্বভারতীয় বাংলা ভূগোল পত্রিকা

ভূগোল স্বদেশ চর্চা

BHUGOL SWADESH CHARCHA

● 19th YEAR, 2nd Vol ● December 2023
Registration Number : WBBEN / 2007 / 21524
Date : 25 Oct. 2007

● প্রতিষ্ঠা অনুপ্রেরণা ●
।। অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন বসু ।।

● প্রতিষ্ঠাতা, পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও সম্পাদনা ●
।। ড. শিশির চ্যাটার্জী ।।

● প্রচ্ছদ ও বর্ণসৃজন ●
।। শ্রী দীপক হালদার ।।

● মুদ্রণ ●
।। প্রিন্ট আর্থ ।।
৮৯, জয়কৃষ্ণ স্ট্রীট,
উত্তরপাড়া, হুগলী

● কৃতজ্ঞতা ●
অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্র, অধ্যাপক মলয় মুখোপাধ্যায়,
অধ্যাপক সুনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়,
ড. পারমিতা মজুমদার,
ড. বিশ্বজিত বেরা, ড. সুমনা ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

নদী বিবর্তনের আলোকে দেবলগড় অঞ্চলে
সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যের বিবর্তন অনুসন্ধান :
একটি ভূপ্রত্নতাত্ত্বিক পর্যালোচনা
বিশ্বজিৎ রায় ২

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে
গম্ভীরা : মালদহ অঞ্চলের একটি সমীক্ষার
অভিজ্ঞতা ও সমাধানের অভিমুখ
বর্ণালী দাস ১২

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ব্লকে বন্যা
এবং তার প্রভাব : একটি ভৌগোলিক বীক্ষণ
অক্ষয় দত্ত ১৯

ঔপনিবেশিক বাংলায় পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের
উপর রেল-ব্যবস্থার নেতি প্রভাব
লাবণী সরকার ২৬

শ্রদ্ধার্ঘ্য :
শতবর্ষের আলোকে
অধ্যাপক পার্বতী কুমার সরকার ৩৬

সম্পাদকীয়

G 20 : ২০২৩ জলবায়ু পরিবর্তনের কথা

২০২৩ শেষ হচ্ছে। ২০২২ সালের ২১ শে অক্টোবর থেকে ৩রা ডিসেম্বর-এর মধ্যে অ্যান্টার্কটিকার দক্ষিণে বেলিংহাউজেন সাগরের কাছে প্রায় ১০ হাজার বাচ্চা পেঙ্গুইন সমুদ্রের বরফ গলে ও ভেঙে শীতল মহাসাগরের জলে তলিয়ে যায়। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা যেহেতু পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমশ এক নাগাড়ে বেড়েই চলেছে এই শতকের শেষ নাগাদ পৃথিবী থেকে এমপেরর পেঙ্গুইনের ৯০ শতাংশের বেশি কলোনী বা আবাস হারিয়ে যাবে। এই পরিবেশগত গণহত্যা বা বিলুপ্তি আজকের পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম বাস্তবতা। ২০২৩-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস দেখেছে সুনামির মত বন্যায় লিবিয়াতে অন্তত ২৩০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, নিখোঁজ ১০ হাজার। পৃথিবীর রাজধানী বলে পরিচিত নিউইর্য়ক শহর বন্যায় প্লাবিত; ১৮৮২ সালের পর এই প্রথমবার সেপ্টেম্বর মাসে যে আনুমানিক ১৪ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছে তা অভূতপূর্ব। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে ক্রান্তীয় উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় 'হামুন' বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মধ্য দিয়ে ঘণ্টায় ৮০ কিমি বাতাসের গতি নিয়ে অতিক্রম করার সময় একাধিক সমুদ্র বন্দরে ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি করে ও একাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। ইম্পিরিয়াল কলেজ লন্ডনের জলবায়ু বিজ্ঞানী ড. ফ্রেডেরিকো অটো বলেছেন, ১৯৯০-এ আবহাওয়ার আচরণের যে মডেল ধরে বিজ্ঞানীরা কাজ করছিলেন তারা পরবর্তী ৩০-৩৫ বছরে এই অবস্থা যে হবে সেটা অনুমান করেছিলেন কিন্তু আগামী দশ বছরে কি আসতে চলেছে সেটা এখনই বলা কঠিন।

একই সাথে ড. অটো স্পষ্ট করে বলেছেন, তার মানে এই নয় যে পৃথিবীর 'জলবায়ু ধ্বংস হয়ে গিয়েছে'। তিনি এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন, *'পৃথিবীকে মানুষের বেঁচে থাকার উপযোগী করে তোলার সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি।'*

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে, নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিশ্বের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনায়ক ও গোষ্ঠীগুলি G 20 সম্মেলনে জলবায়ু ও পরিবেশ নিয়ে আলোচনায় একদিকে যেমন সমগ্র বিশ্বে ২০৩০-এর মধ্যে পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদনকে তিনগুণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় সম্মতি প্রদান করেছে তেমনি 'নিউ দিল্লী লিডারস্ ডিক্লারেশন'-এ প্যারিস চুক্তিতে জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে যে দায়িত্বের কথা বলা হয়েছিল এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশ কিছুটা নিচে আটকে রাখার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল তার প্রতি পূর্ণ অঙ্গীকার বজায় রেখেছে। কিন্তু বাস্তবতা হল জি ২০ সদস্য দেশগুলি পৃথিবীর গ্রীন হাউস গ্যাসের নিঃসরণের ৮০%-র জন্য দায়িত্বশীল, তারা দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশবান্ধব শক্তির বহুল প্রচলনের জন্য বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির ২০৩০ সালের মধ্যে যে ৫.৯ ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার সাহায্যের দরকার সেই নিয়ে প্রতিশ্রুতি ও ঐক্যমত্যের কথা বলে কিছুটা সুরাহার পথ দেখিয়েছে বলে কেউ কেউ আশাবাদী হলেও অনেকেই মনে করছেন জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলিকে অর্থাৎ যাদের 'গ্লোবাল সাউথ' বলা হচ্ছে তাদের যে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার সাহায্যের কথা বলা হয়েছিল সেই বিষয়ে কোন আশাব্যঞ্জক কিছু হয় নি।

২০২৩ সালের অন্যতম বৃহৎ উপলব্ধি হল একদিকে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার নিয়ে পৃথিবী জুড়ে শোরগোল, জলবিদ্যুত উৎপাদন ক্রমশ নিম্নমুখী হওয়া, প্রায় ১৭-২০%। ভারতে এই বছরে পুর্ননবীকরণযোগ্য বিদ্যুতের উৎপাদন ১৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিয়মিত বন্যা, ধ্বস ও পাহাড়ী অঞ্চলগুলিতে দিশাহীন জলবিদ্যুত কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মানুষের পরিবেশ বাঁচানোর লড়াই আজকের পৃথিবীর সর্বাধিক জনবহুল অঞ্চলটিকে বাধ্য করছে পরিবেশ বান্ধব শক্তিতে নির্ভরতা বৃদ্ধি করতে!